গাংনীতে ত্রান গ্রহনের নিষেধ না মানায় পুত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা।

মেহেরপুর প্রতিনিধিঃ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া এলাকায় নোমান নামের এক যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

সে বাঁশবাড়িয়া দক্ষিন পাড়ারা রাইসমিল মালিক মফিজুল ইসলামের ছেলে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজ বাড়িতে ঐ যুবক বিষপান করে। পরিবার সুত্রে জানা যায়, যুবকের বাবা মফিজুল ইসলাম সরকারি ত্রান নিতে গেলে ঐ যুবক ত্রান নিতে নিষেধ করে।
এনিয়ে পিতা পুত্রের মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে ছেলেকে মারধর করে।

ঘটনার এক পর্যায়ে ঐ ছেলে ঘরে রাখা বিষ পান করে। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

মেহেরপুরে আরও এক করোনা রোগী সনাক্ত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় আরও এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয়েছে।

নতুন আক্রান্ত ঐ ব্যাক্তি ওমান প্রবাসী বলে জানা গেছে।

এনিয়ে মেহেরপুরে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৫।

এদের মধ্যে ৪ জন চিকিৎসাধীন আছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।

জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী বাবু আটক

মেহেরপুর ১৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ মফিজুল ইসলাম বাবু নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

মঙ্গলবার সন্ধায় সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক মফিজুল ইসলাম বাবু সদর উপজেলার দক্ষিণ শাকিলা গ্রামের মহসীন আলীর ছেলে।

এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বাবু প্রশাসনের চোখ ফাকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছিল।

অবশেষে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে ১৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করতে সক্ষম হয় ডিবি পুলিশ।

ডিবি পুলিশের এস আই ইব্রাহিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে বাবুকে আটক করেন।

অপরদিকে গাংনী উপজেলার খলিশাকুন্ডু পাইকপাড়া থেকে জনি ইসলাম নামের আরেক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে ডিবি পুলিশ।

এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে ৪ বোতল ফেন্সিডিলসহ তাকে আটক করা হয়।

ডিবি পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নির্দেশে পৃথকভাবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ শাকিলা গ্রাম থেকে মফিজুল ইসলাম বাবু ও খলিশাকুন্ডু পাইকপাড়া থেকে জনি ইসলাম নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। উভয় এর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা

হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা বিএনপির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করোনা ভাইরাস তগ্রস্থ,কর্মহীন,অসহায় পরিবারের মাঝে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে দরবেশপুর গ্রামে খাদ্য সহায়তা বিতরনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সহযোগিতায়

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নে ৯টি গ্রামে উদ্বোধন পরবর্তী খাদ্য সামগ্রী বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওলি মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শাহজাহান শাহান, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ রাশিদুল ইসলাম রাজন-সহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পাঁচ শতাধিক কর্মহীণ মানুষেল মাঝে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়।

গাংনীতে মানবিক সহায়তা বৈঠকে

এমপি’র ক্ষোভ

একের পর এক ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন। গাংনী উপজেলা পরিষদ আয়োজিত মানবিক সহায়তা প্রদান বৈঠকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর উপর তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। চলমান মানবিক সহায়তা প্রদানে সরকারী বরাদ্দ কতটুকু এবং কোন ইউনিয়নে কত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা না জানানোর কারণে এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে মানবিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত এক বৈঠকের আহবান জানানো হয়। বৈঠকে কমিটি উপদেষ্টা সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, পৌরমেয়র আশরাফুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় সরকারী সহায়তার মোট বরাদ্দ এবং কোন এলাকায় কতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা উপদেষ্টা পরিষদকে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ এ সাংসদের। চলমান কর্মকান্ডে ইউএনও স্বীয় ইচ্ছায় বরাদ্দ প্রদান করছেন মর্মে অভিযোগ করেন এমপি খোকন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জণ চক্রবর্তী বিতরণকৃত মানবিক সহায়তা প্রদানের ফিরিস্তি তুলে ধরে বলেন, উপজেলায় ২২ হাজার পাঁচশ ২২ জনকে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এসময় সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও বলেন, তিনি একহাজার ২০০ জনকে সহায়তা দেয়ার বিষয়টি জানেন। আর অন্য কোথায় কাকে কত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সেটা জানানো হয়নি কেন তার প্রশ্ন ছুড়ে দেন।

একই সময়ে বেশ কয়েকজন অনুষ্ঠানটিতে ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে থাকলে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তা বারণ করেন। এসময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক সাহিদুজ্জামান খোকনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জনগনের যা জানার তা ইতোমধ্যেই জেনে গেছে যে, ইউএনও আপনার কতটুকু মুল্যায়ন করেছে। এখন ভিডিও করতে নিষেধ করে লাভ কি ?

এদিকে ইউএনও দিলারা রহমান বলেন, বরাদ্দের বিষয়টি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে সব সময় চিঠি দিয়ে জানানো হয়। ছোট খাট ভুলত্রুটি থাকলে বিষয়টি দেখা যাব। তবে বিষয়টি অস্বীকার করে সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, শুধু তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়

সে ব্যাপারেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়।

এদিকে চলমান করোনা ভাইরাস জনিত (কোভিড-১৯) কারণে কর্মহীন ২২৫২২টি পরিবারের মাঝে মোট ৩০৯.৪৭ মেট্রিকটন চাউল এবং নগদ ৫৪২৫০০/- টাকার ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া দিনমজুর, ভ্যানচালক, চা দোকানদার, শ্রমিকসহ সাধারণ দুস্থ পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্ষ্টি সুত্রে জানিয়েছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত এই ত্রাণ সহায়তা পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যের মাধ্যমে উপজেলায় বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া পৌরসভাসহ উপজেলার সকল ইউপিতে ১ হাজার পরিবারের মাঝে শিশুখাদ্য হিসেবে ৪শ’ গ্রাম করে গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ থেকে সংসদ সদস্যকে ১৪.৬২৫ মে. টন চাল ও ৯১৭৫০/, উপজেলা চেয়ারম্যান ২০.১২৫ মে. টন চাল ও ৯১৭৫০/, গাংনী পৌরসভা ২৮.৮০ মে. টন চাল ও ৩৫৯০০/, কাথুলী ইউপিতে ২৪.৮১ মে. চাল ও ৩৫৯০০/, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপিতে ২৫.৩০৫ মে. টন চাল ও ৩৫৯০০/, কাজীপুর ইউপিতে ৩০.৫৭৫ মে. টন চাল ও ৩৮১০০/, বামুন্দি ইউপিতে ২৪.৯৩ মে. টন চাল ও ৩৫৯০০/, মটমুড়া ইউপিতে ৩১.৪০ মে. টন চাল ও ৩৮১০০/, ষোলটাকা ২৪.৫০৫ মে. টন চাল ও ৩৩৭০০/, সাহারবাটি ইউপিতে ২৪.৪৩ মে. টন চাল ও ৩৩৭০০/, ধানখোলা ইউপিতে ৩১.৮৩৫ মে.টন চাল ও ৩৮১০০/, রাইপুর ইউপিতে ২৪.১৬ মে. টন চাল ও ৩৩৭০০/, আবাসন প্রকল্পসমূহে ১.৭২ মে. টন চাল এবং অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে ২.৫০ মে. টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে বলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয় থেকে নিশ্চিত করেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারেরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেকারনে ত্রাণ-মন্ত্রনালয় কর্র্তৃক প্রত্যক পরিবারকে ২০ কেজি করে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় ৯ টি ইউনিয়নে ১৮ হাজার পরিবারকে খাদ্য সহয়তা প্রদান করা হবে।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারে সবজি সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও হতাশ ব্যবসায়ীরা

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে মেহেরপুর কাঁচা বাজার গুলোতো সবজি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। কাঁচামাল সরবরাহ থাকলেও ন্যায্য মূল্য দামে বিক্রয় করতে পারছেনা ব্যবসায়ীরা।

সবজির দাম স্বাভাবিক থাকলেও পবিত্র মাহে রমজান কে উপেক্ষা করে বেড়েছে বেগুন ও রসুনের দাম।
রমজানের আগে বেগুনের দাম স্বাভাবিক থাকলেও এখন তা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে নগর বাসী বেশির ভাগ মানুষ চলে গেছে ঘর মুখো। ফলে ফাকা নগরীতে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ক্রেতারা বাজার মুখী না হওয়ায় বিক্রি কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১.০০ টাই মোহেরপুরে হোটেল বাজার ঘুরে দেখা যাই হতাশ হয়ে বসে আছে ব্যবসায়ীরা।

কয়েকজন সবজি ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুল রশিদ, বক্স শেখ এবং জিয়ারুল এর সাথে কথা বলে জানা যায়, সব সবজি আমরা চাহিদা অনুযায়ী পাচ্ছি কিন্তু আমারা যে দাম দিয়ে চাষিদের কাছ থেকে কিনে আনছি তার চাইতেও আমাদের কিছু সময় কম দাম দিয়ে বিক্রয় করতে হচ্ছে।

আবার কোনো কোনো দিন সবজি বিক্রয় না হলে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এতে করে আমরা খুব বড় ক্ষতির মুখে পড়ে যাচ্ছি।
তারা আরও বলে পাইকারি থেকে বিক্রয়ের জন্য খুব অল্প করে সবজি অনলেও তা ক্রেতার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই রকম অবস্থা চলতে থাকলে পরিবার পরিজন নিয়ে জীবন বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

পৌরসভার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জীবাণুনাশক স্প্রে

পৌরসভার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালের দিকে মেহেরপুর পৌরসভা চত্বর থেকে জীবাণুনাশক স্প্রে করণ শুরু করা হয়।

পরে পৌরসভার কর্মীরা মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে জীবাণুনাশক স্প্রে করে।

এর আগে পৌর মেয়র সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “করোনাভাইরাস কে কেউ অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন না। অযথা কেউ বাড়ির বাইরে বের হবেন না।”

মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক জীবাণুনাশক স্প্রে

মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দূর করতে এবং মানুষকে সুস্থ্য রাখার লক্ষ্যে এই স্প্রে প্রদান করে তারা।

গতকাল সোমবার সকালের দিকে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন জায়গাতে এই স্প্রে প্রদান করেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে স্প্রে করা হয়।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে ডিবি পুলিশের খাদ্য বিতরণ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছে। সোমবার রাতে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর ব্যবস্থাপনায় সদর উপজেলার গোপালপুর ও মদনা গ্রামের দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম এই খাদ্য সামগ্রী অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেন।
মেপ্র/এমএফআর

৭ হাজার পরিবার পেয়েছে মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য উপহার

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।
রমজানের ক্লান্তি উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি ছুটছেন খাদ্য নিয়ে। করোনার সংকটময় পরিস্থিতির শুরু থেকে এ পর্যন্ত শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রায় ৭ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার বিতরণ

করা হয়েছে।

এছাড়াও শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রতিটি পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র রিটন।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার বিকালে শহরের ৮ নং ওয়ার্ডে দেওয়া হয় খাদ্য উপহার।

মেপ্র/এমএফআর